119

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বনায়ন ও বন সংরক্ষণ

মোঃ আমজাদ হোসেন সরকার
উপ-বন সংরক্ষক,
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,
রংপুর বন বিভাগ।

এই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ভারসাম্যময় নির্মল পরিবেশ আর পরিবেশের জন্য প্রয়োজন বৃক্ষরাজি-লতা-গুল্মপূর্ণ বন। পৃথিবীব্যাপী নির্বিচারে বন বিনাশের কারণে প্রকৃতি ক্রমেই হচ্ছে রুষ্ঠ আর আমাদের আবাসস্থল হয়ে উঠছে বসবাসের অনুপযোগী। বিজ্ঞানীদের মতে, ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য একটি দেশের মোট ভূমির কমপক্ষে পঁচিশ শতাংশ বন থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ অতি সামান্য; মাথাপিছু মাত্র ০.০৬ একর, অর্থাৎ দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৫.৪ ভাগ। বর্তমানে কারো কারো মতে, এর পরিমাণ ৭-৮ শতাংশের বেশী হবে না।

অতীতে আমাদের বনের অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। একশত বৎসর পূর্বে শ্যামল ভূমির এই দেশের প্রায় সর্বত্র গাছ-গাছালিতে পূর্ণ ছিল। তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ, শ্যামনগর থেকে বান্দরবান— কোথাও গাছপালার কোন অভাব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঝিনাইদহ ও নোয়াখালী জেলার প্রায় সর্বত্র বন্য মহিষের অবাধ বিচরণ ছিল। মধুপুর জঙ্গল থেকে ১৯১৫ সালেও বন্য হাতী ধরা হত। ১৯৪৭ সালেও বাংলাদেশে চব্বিশ শতাংশ বনভূমি ছিল। বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের অবক্ষয় ঘটেছে অতিদ্রুত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫-৩০ হাজার একর বন ভূমির বনজ সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং ৩০-৩৫% বনভূমি কৃষি চাষ, বসতবাড়ী ইত্যাদির জন্য অবৈধ জবরদখলকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। মানুষের বিবেক-বর্জিত অপরিণামদর্শী কার্যকলাপই বাংলাদেশের বনাঞ্চল ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

বন আইন ভঙ্গকারী, বনে অবৈধ বসবাসকারী, অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ী, অবৈধভাবে বৃক্ষ কর্তনকারী ও পাচারকারী, বনভূমি জবরদখলকারী ও ঝুম চাষ ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান বন বিনাশকারী। তাদের লোভাতুর কুড়াল আর করাতের আঘাতে আঘাতে বাংলার চিরশ্যামল রুপ ক্রমেই হচ্ছে বিবর্ণ।

গাছপালার বিনাশ মানে তো জীবন-বায়ুর বিনাশ, প্রাণের বিনাশ। গাছপালা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ অনবরত ধারায় আমাদের জন্য সরবরাহ করছে আমাদের জীবন বায়ু অক্সিজেন আর শুষে নিচ্ছে জীবন বিনষ্টকারী কার্বন-ডাই-অক্সাইড। একজন মানুষ দৈনিক এক কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে নির্গত করছে। শ্বাসরোধী এই গ্যাস আস্তে আস্তে পুঞ্জিভূত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের আচ্ছাদন বিনষ্ট করে গোটা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তুলছে। গাছপালা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে অক্সিজেন ত্যাগ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করছে। একটি গাছ বৎসরে তের কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশকে নির্মল করে, আর সোয়া ছয় কেজি বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। এদিক দিয়ে বার কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশে অধিক গাছপালার প্রয়োজন। কেননা, গাছপালার অভাব হলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে।

প্রাণীকুল, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলের তাপ আটকে রেখে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে দিচ্ছে এবং এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। অন্যদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেবার মত বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড নষ্ট করার জন্য প্রয়োজন বৃষ্টিপাতের। — চলবে